গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.mohfw.gov.bd

বিষয়ঃ দেশের চিকিৎসকগণের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও মাঠ পর্যায়ের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে উচ্চ শিক্ষার জন্য চিকিৎসকগণের অনুকূলে প্রেষণ মঞ্জুরে ভারসাম্যপূর্ণ উপায় নির্ণয়ের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ নাসিম এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ৩০/০৫/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : বিকাল ০২:৩০ ঘটিকা।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-০৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'-তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়কে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সচিব মহোদয় বলেন, মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসকগণের উচ্চ শিক্ষা যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি দেশের মানুষের জন্য মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদানেরও প্রয়োজন রয়েছে। দেশে বর্তমানে প্রায় পচিশ হাজার ডাক্তার কর্মরত রয়েছেন। অচিরেই আরো পাঁচ হাজার ডাক্তার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশের বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহ, মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ডাক্তারগণ দীর্ঘমেয়াদী এমডি/এম এস/এফ সি পি এস/এম পি এইচ/এম ফিল প্রভৃতি কোর্সে অধ্যয়নরত থাকায় মাঠ পর্যায়ে ডাক্তারগণের স্বল্পতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে, মানসম্মত চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে ডাক্তারগণের এসকল কোর্স সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দেশের জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ ও ডাক্তারগণের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থা তৈরীর জন্য অদ্যকার সভা আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর মন্ত্রী মহোদয় এ বিষয়ে উপায় নির্ধারণের জন্য উপস্থিত সকলের মতামত আহ্বান করেন।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, দেশের চিকিৎসা সেবায় বর্তমানে ডাক্তারের অভাব রয়েছে। ফলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারের অভাবে জনগণকে কাঙ্খিত মানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এ সংকটের উত্তরণ করা আশু প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, সরকার ডাক্তার নিয়োগ করে থাকেন জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য; অথচ ডাক্তারগণের উচ্চ শিক্ষার প্রবণতার কারণে সেবা কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ায় সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় কিছু কোর্স আপাতত: বন্ধ রেখে মাঠ পর্যায়ে ডাক্তারদের পদায়ন করা জরুরী।

অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা) বলেন, ডাক্তারগণের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে "প্রেষণ নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৩" অনুসরণ করা হচ্ছে। সার্জারি, মেডিসিন, পেডিয়াট্রিক্স, গাইনোকোলজি এ ০৪টি মূল বিষয় এবং ৩৩টি সাব-স্পেশালিটি

বিষয়ে ডাক্তারগণ বিভিন্ন উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করে থাকেন। জানুয়ারি/২০১৮ হতে এপ্রিল/২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৯৫১জন ডাক্তারকে বিভিন্ন মেয়াদে উচ্চতর কোর্সে বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেষণ মঞ্জুর করত: অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বি এস এম এম ইউ, শাহবাগ, ঢাকা হতে আরো পাঁচ শতাধিক ডাক্তারের উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত আবেদন সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষার আবেদনসমূহের কোর্সগুলি ০১/০১/২০১৮, ০১/০৩/২০১৮ এবং-০১/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এসব কোর্সের ১ম পর্বের মেয়াদ ১ বছর, দেড় বছর, ২ বছর এবং ৩ বছর; ২য় ও ৩য় পর্বের মেয়াদও অনুরূপ। তিনি আরো বলেন, প্রেষণের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহের মধ্য হতে ৮০জন চিকিৎসকের আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২৯জন চিকিৎসক বেসিক সাবজেক্ট-এ এম এস/এম ডি কোর্সের জন্য এবং অবশিষ্ট ৫১জন চিকিৎসক অন্যান্য ক্লিনিক্যাল বিষয়ে সাব-স্পেশালিটি কোর্সের জন্য আবেদন করেছেন।

সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ডাক্তারগণের ক্যারিয়ার ও দেশের মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে উচ্চ শিক্ষায় প্রেষণ ও শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর ঢালাওভাবে বন্ধ করা সমীচিন হবে না, বরং তা যৌক্তিক পর্যায়ে সীমিত করা যেতে পারে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, ডাক্তারগণকে কোন অবস্থাতেই উচ্চতর ডাবল ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ দিয়ে সময় নষ্ট করা সমীচিন হবে না। মাঠ পর্যায়ের ডাক্তার সংকট নিরসনে তিনি আরো বলেন, আপাতত: ডাক্তারগণের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্স জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি নীলক্ষেত, বিয়াম ফাউন্ডেশন ইস্কাটন এবং কুমিল্লার বার্ড ব্যতিত অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আগামী ০৬ মাসের জন্য স্থগিত রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) সভায় বলেন, দেশে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার জন্য ৩৩টি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২২৮৭টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। ২০১৭ সনে ৪৬৮জন এবং ২০১৮ সনে ৭৩২জন মোট ১২০০জন ডাক্তারকে পার্ট-এ –তে উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। এছাড়া, ২০১৭ সনে মোট ১৩৮৪জন ডাক্তারকে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন পর্বে অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান করা হয়।

ডীন, বেসিক সাইন্স, বি এস এম এম ইউ, শাহবাগ, ঢাকা বলেন, এ মুহূর্তে দেশে মেডিক্যাল কলেজসমূহে বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষকগণের তীব্র সংকট বিরাজ করছে। এতে চিকিৎসা শিক্ষার মান সমুন্নত রাখা দুরূহ হয়ে পড়বে। এছাড়া দেশের জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য হাসপাতালে এনেসথোলজিস্ট ও ফরেনসিক মেডিসিন-এর ডাক্তারগণের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে। ফলে দেশের হাসপাতালসমূহে প্রত্যাশানুযায়ী চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। আগামী জুলাই সেশনে ন্যুনপক্ষে ২০০ জন চিকিৎসককে বেসিক সাইন্স, এনেসথেশিয়া ও ফরেনসিক মেডিসিন উচ্চতর কোর্সে প্রেষণ ও শিক্ষা ছুটি মঞ্জুরের জন্য তিনি দাবি জানান। তিনি আরো বলেন, আগামী দুই বছরে প্রায় ১১২জন এনেসথোলজিস্ট এবং ২০০জন বেসিক সাইন্সের অধ্যাপকের ঘাটতি থাকবে। আসন্ন জুলাই থেকে এমফিল, ডিপ্লোমা, এমপিএইচ কোর্সে চিকিৎসকগণের উচ্চ শিক্ষাজনিত ছুটি মঞ্জুর না করে জানুয়ারি' ২০১৯ থেকে ছুটি মঞ্জুর করা সমীচিন হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

সভাপতি, বি এম এন্ড ডি সি সভায় বলেন, দেশের স্বার্থে চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করে সংকট তৈরী করা সমীচিন হবে না; বরং আগামী ০৬ মাস/০১ বছর এসকল কোর্স অধ্যয়নের অনুমোদন স্থগিত রাখা যেতে পারে।

প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (শিক্ষা), বি এস এম এম ইউ, ঢাকা সভায় বলেন, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসকল ডাক্তার উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তারা আন্তরিকভাবে কোর্সটি গ্রহণ করেন এবং থিসিস পার্টসহ কোর্সের যাবতীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসায় উচ্চতর কোর্সে ডাক্তারগণের শিক্ষা ছুটি মঞ্জুরের মাধ্যমে কোর্সগুলো সচল করার পক্ষে তিনি জোরালো দাবি জানান।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পার-০১ অধিশাখার যুগ্মসচিব সভায় বলেন, জুনিয়র কনসালটেন্ট চিকিৎসকগণের জন্য বর্তমানে ১৪টি উচ্চতর কোর্স চালু রয়েছে এবং এসকল কোর্স সম্পন্ন করেছেন ১৫১১জন। গাইনোকোলজি ও পেডিয়াট্রিক্স বিষয়ে চাহিদার তুলনায় ডাক্তারদের সংখ্যা অনেক বেশি। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদ না থাকায় ভবিষ্যতে পদোন্নতি প্রদানও সম্ভবপর হবে না। তিনি বলেন, বেসিক সাবজেক্টে ডিপ্লোমা কোর্স চালু রেখে অন্যান্য সকল ক্লিনিক্যাল বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স বন্ধ করা উচিত।

মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভায় বলেন, চলমান সংকট দূরীকরণে জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে টারশিয়ারি পর্যায়ের চিকিৎসা শিক্ষা কোর্স চালু করা গেলে চিকিৎসকগণের রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের অভিমুখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে। এছাড়া, এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে মাঠ পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর চিকিৎসার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার দ্বারও কাঙ্খিত মাত্রায় উন্মোচিত হবে।

সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জানান, ৫০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা হাসপাতালগুলোতে কোথাও কোথাও ১/২ জন ডাক্তার রয়েছে। এতে জনগণের মাঝে ডাক্তার ও সরকারের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হচ্ছে। জনগণের মৌলিক চাহিদা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সরকার দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিধায়. বিভিন্ন কোর্স থেকে ডাক্তার প্রত্যাহার করে উপজেলা পর্যায়ে পদায়ন করা যায় কিনা, তা ভেবে দেখার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে ডাক্তার পদায়ন করা হলেও তাদের খুজেঁ পাওয়া যায় না। তাই তাদেরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পদায়নের ব্যবস্থা করা হলে জনগণ উপকৃত হবে। তিনি আরো বলেন, মেডিক্যাল কলেজসমূহে কোথাও কোথাও ২০০/৩০০জন ডাক্তার সংযুক্তির মাধ্যমে কর্মরত রয়েছে অথচ উপজেলায় কোন ডাক্তার নাই। কোন জেলায় অনেক ডাক্তার আবার অন্য কোন জেলায় ডাক্তারের স্বল্পতা বিরাজমান। এসকল ডাক্তার প্রত্যাহার করে শূন্য পদের বিপরীতে পদায়ন করা জরুরী এবং অবশিষ্ট ৫০০০ ডাক্তার নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্যও তিনি তাগিদ দেন।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের মতামত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রবণ করেন এবং বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ প্রদান করেন:

<u>সিদ্ধান্তসমূহ:</u>

ক) ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে পার্ট- ওয়ান বা ফেজ এ'র আবেদনের অনুকূলে প্রেষণ মঞ্জুর পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে;

খ) ফেজ-এ-তে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত চিকিৎসকদের মধ্যে যাদের প্রেষণ জনস্বার্থে মঞ্জুর করা সম্ভব হয়নি- পরবর্তী সেশনে ভর্তির জন্য তাদেরকে ভর্তি পরীক্ষা ব্যতিরেকে সরাসরি যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবে;

গ) আগামী জুলাই সেশন থেকে চিকিৎসকগণকে বেসিক সাবজেক্ট, এনেসথেশিওলজি ও ফরেনসিক মেডিসিনে এম ডি/এম এস প্রভৃতি কোর্সে অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান করা হবে;

ঘ) সরকারি চিকিৎসকগণকে উচ্চ শিক্ষায় দ্বৈত (ডাবল) ডিগ্রী প্রদান করা বন্ধ করতে হবে;

ঙ) মঞ্জুরীকৃত প্রেষণ মেয়াদে উচ্চ শিক্ষায় থিসিস সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে পদায়নকৃত কর্মস্থলে গিয়ে সম্পন্ন করতে হবে; এর জন্য প্রেষণের মেয়াদ বর্ধিত করা যাবে না;

চ) প্রেষণকাল সমাপ্ত হওয়ার ন্যূনপক্ষে ০১ মাস পূর্বেই চিকিৎসকগণের উপযুক্ত পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে; যাতে প্রেষণ শেষ করে কর্মস্থলে গিয়ে সেবা দিতে পারেন;

ছ) কোর্সসমূহে অধ্যয়নরত চিকিৎসকগণ পরবর্তী পর্বে (ফেজ-বি) অধ্যয়নের জন্য প্রেষণ অনুমোদন অব্যাহত থাকবে;

জ) ঢাকা ও অন্যান্য বিভাগীয় শহর এবং তার সন্নিহিত উপজেলাসমূহে সংযুক্তির পদের অতিরিক্ত কর্মরত চিকিৎসকগণকে অধিকতর সংকট বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে যথাযথ পদে পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

ঝ) চিকিৎসকগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমী, ঢাকা; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এবং বিয়াম (BIAM), ঢাকা- এ চলমান থাকবে। অন্য প্রতিষ্ঠানে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান বন্ধ থাকবে। যে সকল কর্মকর্তার বয়স ৪০ বা তদূর্ধ্ব, তাদের বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ নাসিম)
মাননীয় মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: স্বাপকম/চিশি-১/শিক্ষানীতি-০৫/২০১২(অংশ-১)- ২৪৫ (২৪)

তারিখ: ২০/০৬/২০১৮ খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
০২. ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী/চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
০৩. অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
০৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
০৫. প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
০৬. অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা/ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা/স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
০৭. ডীন, বেসিক সাইন্স, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
০৮. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৯. যুগ্ম-সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০. যুগ্মসচিব (পার-০১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
১১. পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন)/(প্রশাসন)/(এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১২. পরিচালক (সি এম ই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩. সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বি এম এন্ড ডি সি), ঢাকা।
১৪. উপসচিব (পার-০৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
১৫. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৬. উপসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা-০২), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
১৭. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
১৮. অফিস কপি/মাস্টার কপি।

২০/০৬/২০১৮

(বদরুন নাহার)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৭৩০